ভারতী ও দেহরক্ষীকে ফেরার দেখিয়ে সিআইডি'র চার্জশিট দেওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ এবং তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সুজিৎ মণ্ডলকে ফেরার দেখিয়ে চার্জশিট জমা দিতে চলেছে সিআইডি। সূত্রের খবর, এই সপ্তাহেই পুলিশ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার তোলাবাজি মামলায় চার্জশিট জমা দেবে ঘাটাল আদালতে। দাসপুরের ব্যবসায়ী চন্দন মাজির অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা শুরু করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। সেই এফআইআর-এ ভারতী ঘোষ এবং তাঁর দেহরক্ষী'র অভিযুক্ত হিসাবে নাম ছিল না। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি'র গোয়েন্দারা। ধৃতদের মধ্যে ৪ পুলিশ আধিকারিক ছাড়াও রয়েছেন দাসপুরের এক ব্যবসায়ী বিমল গড়াই এবং ভারতী ঘোষের মাদুরদহের একটি ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার রাজমঙ্গল সিংহ। ধৃত ৪ পুলিশ আধিকারিক হলেন, ঘাটালের সার্কেল ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দে, ঘাটাল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর চিত্তরঞ্জন পাল, দাসপুর থানার অফিসার ইনচার্জ প্রদীপ রথ এবং অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর দেবাশিস দাস। সিআইডি সূত্রে খবর অভিযুক্তদের মধ্যে ৩ জন বিচারকের সামনে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন। তদন্তকারীদের সামনে অভিযুক্তদের বয়ান এবং গোপন জবানবন্দির উপর ভিত্তি করেই চার্জশিটে ভারতী এবং সুজিত মণ্ডলকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতী ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় নগদ ২.৪ কোটি টাকা। প্রত্যেককেই অভিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৯, ১১৯, ৪০৩ এবং ১২০(বি) ধারায়। সিআইডি সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ধৃতদের জামিন আটকে জেল হেফাজতে রেখে বিচার করার পক্ষে সওয়াল করা হবে। কারণ, সিআইডির যুক্তি, ধৃতরা সকলেই প্রভাবশালী। তাঁরা জামিন পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করা হতে পারে। প্রায় ৫০ জন সিআইডি আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তাঁরা ভারতীর একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চালান। সিআইডি'র দাবি প্রাক্তন এই আইপিএসের মাদুরদহের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর দামি মদ, সম্পত্তির নথি ছাড়াও মিলেছে ২.৪ কোটি টাকা। অভিযুক্ত দুই পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর দে এবং চিত্তরঞ্জন পালের কাছে পাওয়া গিয়েছে নগদ ৭ সক্ষ টাকা। তার কদিন পরেই সিআইডি আধিকারিকরা দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীর একটি ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে উদ্ধার করেন প্রায় দু কোটি টাকা। তদন্তকারীদের দাবি, ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন ভারতীর দেহরক্ষী সুজিত মণ্ডল। ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঁশদ্রোণীর তল্লাশির পর থেকেই ভারতীকে নিয়ে সিআইডি'র সক্রিয়তা কমতে থাকে। তখন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ মহলে জল্পনা শুরু হয়ে যায় যে, এক শীর্ষ পুলিশ কর্তার মাধ্যমে সমঝোতা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এই প্রাক্তন আইপিএস। সিআইডি'র সক্রিয়তা কমার পর থেকেই ভারতীর পক্ষে সরকারকে আক্রমণ করে যে হোয়াটস্অ্যাপ বিবৃতি আসত তাও বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকেই এই সমঝোতার সম্ভাবনা আরও জোরালো হতে থাকে। তারই মধ্যে নির্দিষ্ট ৯০ দিন সময়সীমার আগে ভারতী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সুজিত মণ্ডলকে ফেরার দেখিয়ে সিআইডি'র চার্জশিট দেওয়ার তোরজোর পরিবর্তিত সমীকরণের ইঙ্গিত বলেই মনে করছে আইপিএস মহল।

পাঁশকুড়ায় আক্রান্ত সিপিআই নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ালো পাঁশকুড়া বিডিও অফিস চত্বরে। এদিন সকাল থেকেই ছিল চাপা উত্তেজনা। তৃণমূলের কর্মীসমর্থকেরা একপ্রকার বিডিও অফিস চত্বরের গেটের বাইরে ছিল অতন্দ্রপ্রহরীর মতো। অফিস ফাঁকা থাকলেও একটিও বিরোধী মনোনয়ন জমা দেওয়ার উপায় ছিল না। সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ছিল সুনশান।

স্থানীয় রাস্তা দিয়ে পথে যেতেও ভয় পাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। কারোর হাতে লাঠি, আবার কারোর হাতে ইট। অফিস চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকলেও গেটের বাইরের দিকে দৃষ্টিই ছিল না বললেই চলে। পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। সাংবাদিকদের ক্যামেরা বা মোবাইল খোলার উপায় ছিল না। ঠিক বেলা দুপুর একটা নাগাদ পাঁশকুড়ার সিপিআই নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রায় জনাপঁচিশ কর্মী ও প্রার্থীদের নিয়ে রাস্তায় আসার সময় বিডিও অফিসের কিছুটা দূরে আক্রান্ত হন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর দ্বারা এমনটাই অভিযোগ চিত্তবাবুর। তাঁর দাবি, এদিন মনোনয়নের নামে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রহসন করেছে তৃণমূল।

মাওবাদীদের আঁতুড়ঘর বিড়িহাণ্ডিতে প্রার্থী সুষমা মাহাতোর সমর্থনে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিড়িহাণ্ডি ঃ একদা মাওবাদীর আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত বিড়িহাণ্ডি। একটা সময় ছিল, যখন এই এলাকার রাস্তায় লাশ পড়ে থাকাটা একটা নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। আর রাত্রি হলেই গ্রামে গ্রামে যৌথবাহিনীর ভাড়ী বুটের আওয়াজ আর মাওবাদীদের নাম করে নিরীহ গ্রামবাসীদের নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। চারিদিকে এক অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। আর মাওবাদীদের আঁতুড়ঘর ঝাড়গ্রাম শহর থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে অবস্থিত বিড়িহাণ্ডি গ্রাম। সেই গ্রামে একসময় থাকতেন জঙ্গলমহলের ত্রাস মাওবাদী নেতা কিষাণজী। শুধু কিষাণজী নন, এই গ্রামে ডেরা ছিল অনেক মাওবাদী নেতার। সেই সময় তাঁদের সঙ্গে পথচলা বহু মানুষকে পাওয়া যাবে এখনও এই গ্রামে। মাওবাদীরা জঙ্গলমহল পরিত্যাগ করেছে। বহু মাওবাদী আত্মসমর্পণও করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জেলে রয়েছেন আবার কেউ কেউ ছাড়াও পেয়েছেন। সরকার পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নতুন সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে বিরিহাণ্ডি গ্রামে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। রাস্তা থেকে বাড়ি কোনও কিছুই বাদ পড়েনি। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। বিরিহাণ্ডির সেই মাঠ, যেখানে একসময় মাওবাদীরা মিছিল করতেন, এখন সেই মাঠে, মাওবাদী স্মৃতি স্তম্ভের পাশ দিয়ে মিছিল করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সুষমা মাহাতোর সমর্থনে এই মিছিলে সামিল হচ্ছেন একদা কিষাণজীর সঙ্গে মিছিলে পা মেলানো গ্রামবাসীরাই।

নারায়ণগড়ে পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হল সোমবার। নারায়ণগড় শাখার পক্ষ থেকে নারায়ণগড় অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিসে এই সম্মেলন হয়। সরকারি নথিভুক্ত দলিল লেখকরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী। হাতে লেখা দলিল লেখকদের দাবি, সরকার দলিল পত্র কম্পিউটারাইজড করলে তাঁরা কাজ হারাবেন। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের কাজের সুনিশ্চিতকরণের দাবি রেখেছে সমিতি। এছাড়াও বয়স্ক দলিল লেখকদের সরকারি ভাত দেওয়া, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি, অনলাইন সিস্টেমে দলিল লেখকদের পাসওয়ার্ড প্রদান বা ডিজিট্যাল সাইনের দাবি তোলা হয় সম্মেলন থেকে। নারায়ণগড় ব্লকে রয়েছেন নথিভুক্ত ৪৩ জনসহ সহকারি মিলে মোট ১৩০ জন দলিল লেখক। তাঁদের কাজ যাতে চলে না যায় এই দাবি তুলে সেই লক্ষ্যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সমিতির নারায়ণগড় শাখা সম্পাদক সুকুমার নাথ বলেন, দলিল লেখার মধ্যে রয়েছে একটি সৃষ্টি ও কৃষ্টি। সেই কৃষ্টি আমাদের মধ্যে দিয়ে যাতে আগামীদিনে বেঁচে থাকে তার ব্যবস্থা করুক সরকার।

লোডশেডিং, নাজেহাল রোগী থেকে চিকিৎসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ তীব্র গরমে নাজেহাল রাজ্যবাসী। দিন দিন তাপমাত্রা চড়ছে। আর এই গরমে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের কেওয়াকোল হাসপাতালের রোগী থেকে রোগীর আত্মীয়, চিকিৎসক থেকে নার্স সকলেই। কারণ, হাসপাতালে বিদ্যুৎ থাকলেও মাঝে মাঝেই তা বেপাত্তা হয়ে যায়। এক দুঘন্টার গরমের জ্বালায় জ্বলতে হয় সকলকেই। এই হাসপাতালে কোনও জেনারেটরের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বেশি রাত্রে। বিদ্যুৎ গেলে ঘন অন্ধকার গ্রাস করে হাসপাতালকে। টিম টিম করে জ্বলে একটি চার্জার লাইট। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, এ যেন কোন এক ভূতুড়ে বাড়ি। আর ওই অন্ধকারের মধ্যে কোনও এমারজেন্সি রোগী এলে খুব সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেকসময় বাধ্য হয়েই রোগীদের স্থানান্তরিত করতে হয়। হাসপাতালের নার্স থেকে চিকিৎসক, রোগী থেকে রোগীর আত্মীয় সকলেরই একটাই দাবি, হাসপাতালে জরুরী ভিত্তিতে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হোক। এমনই এক রোগীর আত্মীয় তপন দত্ত বলেন যে, এমনিতেই জঙ্গলের ধারে হাসপাতাল। হাতির উপদ্রব তো লেগেই রয়েছে। লোডশেডিং হলে অন্ধকারে কখন হাতি এসে হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করবে বলা যায় না। জেনারেটরের দাবি শুধু রোগীর আত্মীয়রাই নন, রোগী, চিকিৎসক, নার্স সকলেরই। হাসপাতালের চিকিৎসক বিকাশ সিং বলেন, এই লোডশেডিং গরমকালে প্রায় প্রতি বছরই চলে। ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হাসপাতালের নার্স অঙ্কিতা ও শ্রাবণীদেরও একই অভিযোগ। তাঁরাও দাবি করেন, হাসপাতালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবশ্যই জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হোক। এই সমস্যার কথা স্বীকার করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রসেনজিৎ দাস বলেন, জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকলে খুবই ভালো হতো। আমরা আবেদন করেছি। আশা করছি কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ করা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলভুক্ত এই গোয়ালতোড় ব্লকের আমলাশুলি, পাথরপাড়া, পিংবনি প্রভৃতি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে। কয়েকদিন আগেই বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে পিংবনির বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে।

সোমবার দাঁতন ১ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়। দাঁতন পেট্রোল পাম্প থেকে উত্তর রায়বাড় পর্যন্ত প্রচার মিছিল চলে।

ঘাটালে বিরোধীদের নমিনেশনে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পঞ্চায়েতে নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিনে শাসক দলের নেতা কর্মীদের দাপাদাপি ও মারমুখী আক্রমনে পিছু হটতে হল বিরোধীদের। সোমবার ঘাটাল বিডিও অফিসসহ একাধিক জায়গায় বিজেপিসহ বিরোধীদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলকর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদেরও ধস্তাধস্তি করা হয় বলে অভিযোগ। এদিন সকালে ঘাটাল মহকুমা শাসক অফিসে বিরোধীরা নমিনেশন জমা দিতে এলে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা তাদের আটকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি এদিন দুপুরে ঘাটাল বিডিও অফিসে বিরোধীরা নমিনেশন জমা দিতে গেলে তৃণমূলের লোকজন তাদের বিডিও অফিসে ঢুকতে বাধা দেয়। বিডিও অফিসে ঢুকতে গেলে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে এদিন দুপুরে চন্দ্রকোনা বিডিও অফিসে বিরোধীরা নমিনেশন জমা দিতে গেলে শাসক দলের নেতা কর্মীরা গোটা বিডিও অফিস চত্বর অবরোধ করে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি ঘাটালের বিজেপি নেতা এসসি সেলের ঘাটালের সভাপতি প্রশান্ত সাঁতরা বিডিও অফিস থেকে বেরোনোর সময় রাস্তায় তৃণমূলের কর্মীরা ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। বাঁশ, লাঠি, পায়ের বুট দিয়ে মারধর করে। পুলিশ সামনে থাকলেও কোনভাবে আক্রান্তকে সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ করেন প্রশান্তবাবু। বীরসিংহ গ্রামের বিজেপি কর্মী গোবিন্দ দাসের উপর হামলা করে তৃণমূল কর্মীরা, বলে অভিযোগ। আরও জানান, মারধরের পাশাপাশি ৪ হাজার টাকা, মোবাইল, গাড়ির কাগজপত্র ছিনতাই করে নেয় তৃণমূল কর্মীরা। হাইকোর্টের নির্দেশে নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিনেও কার্যত শাসক দলের প্রতিরোধের সামনে বিরোধীরা ঘেঁষতেই পারল না সেভাবে। অন্তত এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলের একাধিক প্রার্থীরা। যদিও গোটা ঘটনার কথা অস্বীকার করেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিলীপ মাজী। তিনি আরও জানান বিডিও অফিস চত্বরে মনোনয়ন জমা দিতে এসে কোন সমস্যা হয়নি। রাস্তাঘাটে কোথাও মারপিট হলে তার দায় কি তৃণমূলের? তারা প্রচারের আলোয় আসতে মারধরের নাটক করছে।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ মেদিনীপুরে নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করেন দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন পরিচালন সমিতির সভাপতি সেক পাঞ্জাব আলি। উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অমরকুমার শীল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ সুদিন চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হীরক জয়ন্তী উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি প্রসূন কুমার পড়িয়া। শিক্ষাবিদ্ সুদিন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা তাঁর বক্তব্যে ছাত্রীদের সব কাজের ক্ষেত্রে মনোসংযোগের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, যে কোন কাজে এগোতে গেলে আগে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তিনি ছাত্রীদের বিভিন্ন মহামানব ও মহামানবীদের জীবনী পাঠ ও অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দেন। স্মারক পত্রিকা 'নবারুন' প্রকাশ করেন শিক্ষাবিদ সুদিন চট্টোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভগবতী শিশু শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, প্রাক্তনীরা ও শিক্ষিকারাও। রবীন্দ্রকাহিনীর তিন কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও রক্ত করবীর 'নন্দিনী' অবলম্বনে পরিবেশিত 'তিন কন্যা' উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। প্রাক্তনী পরিবেশিত নটরাজ নৃত্যনাট্যও ছিল নজরকাড়া। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পরিবেশিত সঙ্গীত ও গীতিআলেখ্য অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

রামচাঁদ মুর্মু'র ১২১তম জন্মদিন পালনের কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আদিবাসী সমাজকে বিপথগামী হতে আটকানোর লক্ষ্যে কামানবাধি কমিউনিটি হলে ৭০টি গ্রামের মাঝি ও তাদের প্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারি ব্যবস্থাকে আটকে তাদের সমাজকে পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার আদিবাসী সমাজের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি মাড়োয়া। পাশাপাশি তাদের সমাজের সংস্কৃতির রূপকার সাধু রামচাঁদ মুর্মু ১২১তম জন্মদিন পালনের কমিটিও গঠন হয়।